কামাখ্যা বিদ্যালয়

অমরেন্দ্র গোস্বামী
শিক্ষক

শ্রদ্ধেয় পাঠক, শিরোনাম দেখে ভাবলেন রচনা লিখতে বসেছি—কিন্তু নহে, রচনা লিখার ক্ষমতা আমার নাই। আমি বিজ্ঞান পড়াই—তবে বৈজ্ঞানিক নই। বলতে পারেন বিজ্ঞান কে হাতিয়ার করে খাই।

কামাখ্যা বিদ্যালয়ের জন্ম লগ্ন থেকে তাহার সহিত পরিচিতি নাই—জীবিকা অর্জনের তাগিদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। বিদ্যালয়ের সাথে জড়িয়ে ফেলেছি বটে তবে এখনও বোধহয় একাত্ম হয়ে উঠ্‌তে পারিনি। একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করছি—আর এই একাত্ম বোধই এই লেখায় আমকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আগেই লিখেছি জন্ম লগ্ন থেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাই তার জন্মের সঠিক যন্ত্রনার সঙ্গের নাই পরিচয়। তবে ১৯৭৪ সন থেকে বিদ্যালয়ের গড়ে উঠার সঙ্গে জড়িত। যতটুকু জানি ১৯৫৯ সনে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল—জানা - অজানা যে সমস্ত সুজন ব্যক্তির ঐকান্তিক চেষ্টা ও আগ্রহে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল—তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

আমাদের বিদ্যালয় তার চলার পথে ৩৩ বৎসর অতিক্রম করেছে। এই বয়সটা একটি বিদ্যালয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

তবে বলা চলে বিদ্যালয় তার কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা দিয়েছে। বয়সের দিকদিয়ে মানব জীবনে যৌবন ই সবচাইতে সুন্দর, তার পরই আগে প্রৌঢ় অবস্থা এবং তার পরই বার্ধক্যে। মানব জীবনে এই বার্ধক্যের চিন্তায় কোন ব্যক্তিই চিন্তিত হন না। কারণ যৌবনান্তে প্রৌঢ়ত্বের অবসানে বার্ধক্য এটাই নিয়ম। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম হবার নয়। কিন্তু একটা স্কুলের জীবনে বার্ধক্য কেহই চায় না। সবাই চায় একটা প্রতিষ্ঠানে সব সময়েই তার যৌবনের উদ্দাম উচ্ছল রূপ জাগরুক থাকুক। একটা প্রতিষ্ঠানের জীবনে বার্ধক্য কাম্য নহে। তবে প্রতিষ্ঠানের যৌবনকে ধরে রাখার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সকলের। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, এই জড়িয়ে যাওয়াটা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ভাবেই হতে পারে। কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে উভয় পক্ষই সমান গুরুত্বপূর্ণ। উভয় পক্ষই যদি ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করে তবে প্রতিষ্ঠানের যৌবন কখন ও বার্ধে'ক্যে পদার্পন করে না।

প্রকৃতিতে আসা-যাওয়া যেমন নিত্য, তদ্রূপ কর্ম জীবনে একজন যায় আর একজন আসে। কিন্তু এই আসা যাওয়ার ভারসাম্যতা রক্ষটাই বড়কথা। যিনি যান তিনি যদি বিশাল ব্যক্তিত্ব হন তার পরিবর্তে যিনি আসবেন তার কর্মক্ষমতা যদি কম হয় তবেই ধরা পড়ে আসাযাওয়ার ছন্দ পতন।

এই ছন্দ পতন যাতে না ঘটে তার দায়িত্ব বর্তায়ে তাদের উপর যারা এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। আশা করি পাঠকবৃন্দ উপলব্ধি করতে পরছেন আমি কার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছি।

আমরা যারা কামাখ্যা বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত সবাই জানি কামাখ্যা বিদ্যালয়ের "হাটি-হাটি-পা-পা" অবস্থা থেকে

দৌড়প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করার মত অবস্থাতে কে টেনে নিয়ে গেছেন - এবং শুধু টেনে নিয়ে যাওয়াই নয় একেবারে বিজয়ীর শিরোপা পরানো পর্যন্ত। আজ আমরা সগর্বে বলতে পারি এতদ্‌অঞ্চলে আমরা অন্যতম। ৯৭৪ সনে যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলাম তখন অনেকেই তাচ্ছিলের ভঙ্গিমাতে তাকাতেন—কামাখ্যা বিদ্যালয়ের শিক্ষক! কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নেই। এই তাচ্ছিলের অবস্থা থেকে গর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কর্মবীরের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হওয়া উচিত তিনি শ্রীঅনিল কুমার সোম। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখতে হচ্ছে তার চলে যাওয়ার সময় আগত তিনি চলে যাবেন। তার চলে যাওয়ার দিন হয়তো আজ নয়তো কাল কিন্তু উনার চলে যাওয়াই যেন বিদ্যালয়ে বার্ধক্যের পদধ্বনি না হয়। ইতি মধ্যেই জনমানশে দুঃশ্চিন্তায় কাল মেঘ জমতে শুরু করেছে সবাই ভাবছে অথ কিম্‌। আমার সহকর্মী বৃন্দের কাছে প্রার্থনা আমরা সবাই যদি চেষ্টা করি তবে স্কুলের সুন্দর মুকুটে আরও দু একটা পালক গোজে দিতে পারব। সবার ঐকান্তিক চেষ্টায় আমরা পারব আমাদের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে।

শ্রীযুক্ত সোম—আমাদেরকে বিদ্যালয় পরিচালানায় যে Guide line দিয়ে গেছেন তা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি আমরা চলি এবং আমরা সবাই যদি ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করি তবে স্কুল নিশ্চয়ই আরও এগুবে। এবং এটাই হবে শ্রীযুক্ত সোমের প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

উনার অনুপস্থিতিতে যদি আমাদের কর্ম বিমুখতা বেড়ে যায় তবে আমরা উনাকেই অতিমানব করে তুলব। আমি আশা করব—উনার Guide line থেকে আমরা বিচ্যুত হবনা

—এবং আমরা আমাদের - স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করব। আমরা প্রমাণ করব মহীরোধের নীচে আগাছা জন্মায় না।

অভিভাবকবৃন্দের প্রতি বিনম্র অনুরোধ আপনারা দুশ্চিন্তা গ্রস্থ হবেন না। তাই ওঁর অবর্তমানে গেল গেল রব না তুলে আপনারা আপনাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। দেখুন—হাত ধরা ধরি করে আমারা এগিয়ে যাবই।

সর্বশেষে পড়ুয়াদের কাছে আবেদন,—তোমরাই আমাদের গর্বের বীজ। আমরা তোমাদের অঙ্কুরিত হওয়ার পরিবেশ তৈরী করব—আর তোমরাঅঙ্কুরিত হয়ে ফুলে ফলে ভরে উঠবে। জানবে কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের মূল মন্ত্র। কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজেও সু প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমাদেরকেও দেবে প্রতিষ্ঠা। একটিলে দু পাখী।

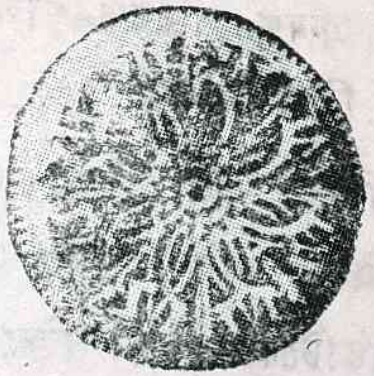

★